গৃহবধূকে ধর্ষণের পর হত্যা, ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় গৃহবধূ আরোতী রাণীকে ধর্ষণের পর হত্যা মামলায় সাত আসামির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে দুজনকে পাঁচ লাখ ও পাঁচজনের এতো লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জয়পুরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতের বিচারক ড. এবিএম মাহমুদুল হক ওই রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্তরা হচ্ছেন- ফেরদৌস আলম সাখিদার, সোহেল তালুকদার, আফজাল হোসেন, মজিবর রহমান, রুহুল আমিন, রাহিম ওরফে রাহিন ও আজিজার রহমান।

মামলার বিবরণী সূত্রে জানা গেছে, আক্কেলপুর উপজেলার দেওড়া আশ্রয় কেন্দ্র এলাকার উজ্জল মহন্তের স্ত্রী আরতী রানী মহন্তকে ২০১৬ সালের ৮ অক্টোবর রাত ৮ টায় আসামিরা পরস্পর যোগ সাজসে বাড়ি থেকে জোর পূর্বক তুলে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে মাঠের মধ্যে টুলুর ধানের জমিতে রেখে যায়। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে রক্তাক্ত অবস্থায় আরতী রানীকে উদ্ধার করে আদমদিঘী হাসপাতালের নিয়ে গেলে চিকিৎস মৃত্য ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় স্বামী উজ্জল মহন্ত বাদী হয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে মর্মে একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ এ ঘটনায় প্রথমে ফেরদৌস ও সোহেলকে আটক করে। এ দুজন আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বিকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে এবং অন্য আসামিদের জড়িত থাকার কথাও আদালতে জানায়। দীর্ঘ তদন্ত শেষে আক্কেলপুর থানার এসআই রাইসুল ইসলাম ২০১৭ সালের ২৯ জানুয়ারি ওই ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। এ মামলায় আদালত ২১ জনে স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে ৭ জনের মৃত্যুদণ্ডসহ সোহেল ও ফেরদৌসের ৫ লাখ টাকা ও বাকী ৫ জনের এক লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ প্রদান করেন।